গাংনীতে তালাবদ্ধ ঘরে কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ফতাইপুরে একটি তালাবদ্ধ কারখানার ভিতর থেকে বিপ্লব হোসেন নামের এক কাঠমিস্ত্রীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিপ্লব হোসেন বগুরা জেলার আশিরবাটি গ্রামের আনিছুর রহমানের ছেলে।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার দিকে কারখানার তালা ভেঙে মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তার অপর দুই সহযোগী বগুড়ার ফুলবাড়ি গ্রামের আজাদুলের ছেলে মাসুদ ও নয়ন মিয়ার ছেলে নাহিদ পলাতক রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আব্দুল্লাহ আল মামুন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, একটি কারখানার মধ্যে মরদেহটি রয়েছে। বাইরে থেকে তালাবদ্ধ থাকায় এখনো মরদেহটি উদ্ধার করা যায়নি। সিআইডিকে খবর দেওয়া হয়েছে। সিআইডির টিম আসলে ঘরের তালাভেঙ্গে উদ্ধার করা হবে।

ওসি (তদন্ত) মামুন আরো জানান, বিপ্লব হোসেন ও তার অপর দুই সহযোগী ফতাইপুর গ্রামের রিকাত আলীর এই বাড়িটি ভাড়া নিয়ে কাঠের ফার্নিচার বানিয়ে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ করতেন। গত শনিবার নাদিম হোসেন বিপ্লব হোসেনের তিনটি ফার্নিচার মেশিন ও নগদ সাত হাজার টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। পরে মাসুদের মোবাইল ফোন নিয়ে নেই বিপ্লব। মাসুদের সহযোগী নাহিদকে খুঁজে আনাররজন্য চাপ দেন। তারপর থেকেই নিরুদ্দেশ রয়েছে ওই দুই কর্মচারী।

মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মুনজুর আহমেদ গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

গাংনীতে ধানের শীষের কর্মীসভায় নেতকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি ইউনিয়নে ধানের শীষের পক্ষে কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল বুধবার সাহারবাটি ইউনিয়নের হিজলবাড়ীয়া ফুটবল মাঠে এ কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ও আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয় নিশ্চিত করতে গ্রাম পর্যায়ের বিএনপি নেতাকর্মীদের সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করতে আয়োজিত কর্মীসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।

সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুল খালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লা, মেহেরপুর জেলার কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মফিজ উদ্দিন, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনি, গাংনী উপজেলা জাসাসের সদস্য সচিব সুরেলি আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, সহ-সভাপতি রেজানুল ইমন, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান বকুল সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা হাজারো নেতাকর্মী।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সহজ হবে না। সেজন্য সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। ধর্মব্যবসায়ী একটি দল থেকেও সাবধান হতে হবে যাতে কেউ ভোটের বিনিময়ে জান্নাতের টিকিট বিক্রি করতে না পারে।

মেহেরপুরে এক আসামির তিন বছরের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড

মেহেরপুরে জাল দলিল সংক্রান্ত মামলায় হানেফ মহলদার নামের এক আসামিকে তিন বছরের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিয়েছে আদালত। অনাদায়ে আরও ৩০ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুরের চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ শাজাহান আলী এ আদেশ দেন।

মামলার সূত্রে জানা যায়, সাহারবাটি মৌজার আরএস খতিয়ান নং ২১২১ ভুক্ত জমির মালিক ছিলেন আসামির পিতা মৃত ওয়াজ বক্স। ওয়াজ বক্স ওই জমি বিক্রির ঘোষণা দিলে বাদী ও বাদীর ভাই ওমর আলী তা ক্রয়ের জন্য সম্মতি দেন। পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালের ৯ অক্টোবর ৮৮০৯ নং দলিল মূলে বাদীর স্ত্রী মোছা. শাহানারা খাতুন এবং ওমর আলীর স্ত্রী মোছা. মনোয়ারা খাতুনের নামে মোট ৪৬ শতক জমি ক্রয় করা হয়। দখল প্রদানকালীন আসামি হানেফ মহলদার ওই দলিলের সনাক্তকারী ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পর আসামি উক্ত জমির ২১ শতক দখল করে নেয়। বাদীপক্ষ কারণ জানতে চাইলে আসামি ১৯৮৪ সালের ৩০ ডিসেম্বর তারিখে ১০১৪৪ নং একটি দলিল প্রদর্শন করে দাবি করে যে, তার পিতা ওয়াজ বক্স ওই জমি তার নামে দলিল করে দিয়েছেন। কিন্তু তদন্তে দেখা যায়, উক্ত বছর সর্বশেষ দলিল নম্বর ছিল ৮৯৪৮ এবং ১০১৪৪ নং কোনো দলিলই বিদ্যমান নয়।

এছাড়া, আসামি জাল দলিলের ভিত্তিতে নিজের নামে নামজারি করে নেয়, যা পরবর্তীতে সহকারী কমিশনার (ভূমি), গাংনী তদন্ত শেষে ১৬ নভেম্বর ২০২১ তারিখে বাতিল করেন এবং দলিলটি জাল বলে ঘোষণা দেন।

বাদীপক্ষ পুনরায় সাহারবাটি বাজারে স্থানীয় সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আসামিকে জমি ছাড়তে বললে আসামি পুনরায় জাল দলিল ও নামজারি কাগজ দেখিয়ে জমির মালিকানা দাবি করে।

পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। মামলার নথি ও সাক্ষীদের সাক্ষ্য পর্যালোচনা করে আসামির বিরুদ্ধে

উপরোক্ত রায় দেন। রায় ঘোষনার পরে আসামীকে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

মেহেরপুরে শসা ক্ষেতে ভাইরাসের আক্রমণ

মেহেরপুরে ভাইরাসজনিত রোগে নষ্ট হচ্ছে শত শত বিঘা জমির শসাক্ষেত। দীর্ঘদিন পরিচর্যা করে শসা বাজারজাত করার মুহূর্তে ভাইরাসের আক্রমণে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন চাষিরা। পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, মাচাতেই শুকিয়ে যাচ্ছে গাছের ডগা ও শসার জালি। ক্ষেত রক্ষায় বিভিন্ন প্রকার ওষুধ স্প্রে করেও উপকার পাচ্ছেন না কৃষকরা। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন জেলার হাজারো শসা চাষি। শেষ মুহূর্তে ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মোটা অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছেন তারা।

তবে কৃষি বিভাগ বলছে, জমিতে বোরনের ঘাটতির কারণে শসাক্ষেত নষ্ট হচ্ছে। ক্ষেত রক্ষায় মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের।

মেহেরপুরের তিনটি উপজেলায় চলতি মৌসুমে ২৬৫ হেক্টর জমিতে শসার আবাদ হয়েছে। জেলা কৃষি বিভাগ ৭ হাজার মেট্রিক টন শসা উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। মেহেরপুরের শসা জেলার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের অন্যান্য জেলাতেও সরবরাহ করা হয়। উৎপাদিত শসা সুস্বাদু ও আকর্ষণীয় হওয়ায় বাইরের জেলায় ব্যাপক চাহিদা থাকে। কিন্তু ভাইরাসজনিত রোগে গাছ শুকিয়ে যাওয়ায় উৎপাদন কমে গেছে, ফলে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হচ্ছে।

চাষিরা বলছেন, জমি প্রস্তুত, মাচা তৈরি, সার, কীটনাশক ও পরিচর্যার খরচ মিলিয়ে প্রতি বিঘা জমিতে উৎপাদন ব্যয় হয়েছে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা। এখন শসা বিক্রির সময়, অথচ ক্ষেতে ভাইরাসে গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে, সতেজতা নষ্ট হচ্ছে এবং শসার জালি বেঁকে লালচে হয়ে ঝরে পড়ছে। প্রতিবছর যতটা শসা উৎপাদন হয়, এবছর তার অর্ধেকও হচ্ছে না। বাইরের জেলাগুলোতে মেহেরপুরের শসার ব্যাপক চাহিদা

থাকলেও পাইকারি ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ দেওয়া যাচ্ছে না। এছাড়া উৎপাদিত শসার রঙ হলুদ হওয়ায় বাজারে চাহিদা কম, ফলে লোকসান গুনতে হচ্ছে চাষিদের।

মেহেরপুরের কালিগঞ্জ, গাড়াবাড়িয়া, সাহারবাটি ও ধলার মাঠে গিয়ে দেখা গেছে শসাক্ষেতের এমন চিত্র। মেহেরপুরের শসা প্রতি বছর ট্রাকভর্তি হয়ে বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা। কিন্তু এবছর গুণগত মান খারাপ ও উৎপাদন কম হওয়ায় চাহিদা অনুযায়ী শসা পাওয়া যাচ্ছে না। কৃষকদের অভিযোগ, এমন পরিস্থিতিতে কৃষি বিভাগ পাশে নেই।

কালিগঞ্জ গ্রামের কৃষক আব্দুর রহিম বলেন, “দুই বিঘা জমিতে শসা লাগিয়েছিলাম। জমি প্রস্তুত, মাচা তৈরি, সার, কীটনাশক মিলে খরচ হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার টাকা। এখন বিক্রির উপযুক্ত সময়, অথচ গাছের পাতা হলুদ হয়ে যাচ্ছে, শসার জালি শুকিয়ে বেঁকে লালচে হয়ে যাচ্ছে। নানা ওষুধ ব্যবহার করেও ফল পাচ্ছি না।

ব্যবসায়ী হাবিবুর রহমান জানান, প্রতিবছর এ সময় কয়েকশ টন শসা ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেটসহ বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হতো। কিন্তু এবছর তার অর্ধেকও পাঠাতে পারছি না।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইমরান হোসেন বলেন, অতিরিক্ত রোদ, জমিতে বোরনের ঘাটতি ও একই জমিতে বারবার একই ফসল আবাদ করার কারণে এমনটা হয়েছে। মাটি পরীক্ষা করে কৃষকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

গাংনীতে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে যুব সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র্যালি

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপি ও পৌর শাখার উদ্যোগে যুব

সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য র্যালি আয়োজন করা হয়।

গতকাল সোমবার বিকেল ৫টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সামনে থেকে একটি র্যালি শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। বর্ণাঢ্য র্যালি শেষে আয়োজিত যুব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন।

এসময়ে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মনি, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন সহ হাজারো নেতাকর্মী।

র্যালি শেষে যুব সমাবেশে বক্তারা বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে গড়া সংগঠন জাতীয়তাবাদী যুবদলের রয়েছে গৌরবময় ঐতিহ্য। রয়েছে সোনালী অতীত। ক্রান্তি লগ্নে এই যুবদলের মাধ্যমেই বাংলাদেশ বারবার হাল ফিরে পেয়েছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধনের লড়াইয়ে যুবদল শক্তিশালী ভূমিকা পালন করবে।

আজ বিএনপির মনোনয়ন চুড়ান্ত পূর্ব খুলনা বিভাগের শেষ মিটিং

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোচনা, তর্ক বিতর্ক বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম। আজ এক নেতার অনুসারী ‘আলহামদুল্লিাহ’ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন তো কাল আরেক নেতা পাল্টা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে মাঠ সরগরম করে রাখছেন। কেউ লিখছেন, ‘দেখা হবে বিজয়ে’ তো কেউ লিখছেন ‘পথ দেখাবে যোগ্য নেতা’। এ ধরণের নানান উপমা, বিশেষণে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম

[redacted]

[redacted]

তৃতীয় লিঙ্গের ৮ সদস্যসহ ১২০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

গতকাল শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকটে শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বাংলাদেশের পক্ষে কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন এবং ভারতের পক্ষে ১১ গান্দিনা বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার এবিসন ফ্রান্সিস উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই হস্তান্তর সম্পন্ন করেন।

এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তারা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মুম্বাই, দিল্লি ও আসাম রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক হন এবং পরে বিএসএফের হেফাজতে দেওয়া হয়।

বিজিবি জানান, ফেরত আসা সবাইকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে

সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিএসএফ ৬০ জন বাংলাদেশিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে এবং আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।

মুজিবনগরে ২৯ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার সীমান্ত দিয়ে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ২৯ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ।

গতকাল শনিবার সন্ধায় তাদের হস্তান্তর করা হয়। ৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ১৬১ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের ১০৫ পিলার কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ২৯ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১১ জন পুরুষ, ১৭ জন নারী,১ জন শিশু রয়েছেন।

তারা জেলা- যশোর বেনাপোলের ঢালিপাদা গ্রামে একামুল গাইন এর ছেলে মিরাজ একরামুল গাইন(১৯), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ওসমান আলী মন্ডলের স্ত্রী আমিনা খাতুন (৩৩), যশোর নাভারণের নাভারণ গ্রামের ইউনুস মোড়লের মেয়ে নার্গিস খাতুন, (৩০) যশোর শার্শা এর সেটাই গ্রামের লালন শেখের স্ত্রী রুনা খাতুন (৩০), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের রহমত মোল্লার মেয়ে সালমা খাতুন (৩৩),ৎঝিনাইদা সদর উপজেলার উলাকল গ্রামের জাহারুল গাজীর মেয়ে সুপ্রিয়া খাতুন (২৮), ঝিনাইদহ মহেশপুরের গোয়াগারি গ্রামের আব্দুল বারেকের মেয়ে জমিলা খাতুন (৩৭), যশোর বাঘারপাড়ার দুরাঝাপ গ্রামের আকরাম সুখের মেয়ে জ্যোৎস্না (৩৫), নড়াই কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের ইসমাইল শেখের ছেলে আকরাম (২২), যশোর ঝীগরগাছা গ্রামের মশিয়ার রহমান এর ছেলে তুহিন (৩৯), যশোর কালিহাতীর হিদিয়া গ্রামের লিয়াকত খানের ছেলে সুলতান (২০), যশোর

শার্শা এর অগ্রভুলাট গ্রামের শাহজাহান এর মেয়ে পায়েল (৩৩), কুমিল্লা বারুয়ার কাকের তলা গ্রামের আব্দুল শেখের ছেলে বিল্লাল হোসেন (৪৩), নড়াইল কালিয়ার বাঁধানল গ্রামের মসিব শেখের স্ত্রী রোকসানা (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের মুসলিম সরদারের মেয়ে মমতাজ (৪৫), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের মেয়ে রেহেনা (২৪), যশোর শার্শা এর দাওয়াতখালি গ্রামের রফিক মন্ডলের ছেলে উজ্জল (৪৫), নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের সবুর মোল্লার ছেলে জসিম (৩৪), জসিমের স্ত্রী মোরশেদা খাতুন (২৩) নড়াইল সদরের তারাপুর গ্রামের আবুল মোল্লার ছেলে রানা মোল্লা (৩১), নড়াইল কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আকাশ গাজীর ছেলে শেকু গাজী (৪০), নড়াইল কালিয়ার জামিরডাঙ্গা গ্রামের আব্দুল গাজীর স্ত্রী আসমা খাতুন (৫১), যশোর অভয়নগরের রানাগাতী গ্রামের ইমান আলীর ছেলে বাকি বিল্লাহ (২৪), মৌলভীবাজার সদরের দক্ষিণ সাগর গ্রামের সোনা মিয়ার সুমাইয়া খাতুন (২৫), ঢাকা কেরানীগঞ্জ কদমতলীর নুসরাত জাহান (২৫), চট্টগ্রাম আটহাজারী আব্দুল করিম সওদাগরের ছেলে নুরুল আলম (৩৬), নড়াইল কালিয়ার পেরুলী গ্রামের কাউসার শেখের মেয়ে নাজমা খাতুন (৩৬), ঢাকা মোহাম্মদপুর সিদ্দিকুর রহমানের মেয়ে জান্নাতুল(৪১)।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি মিজানুর রহমান জানান, ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশ সীমন্ত রক্ষী বাহিনী বিজিবির কাছে হস্তান্তর করা বাংলাদেশী ২৯ জনকে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে। তাদের পরিচয় সনাক্ত করে তাদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

দর্শনায় ৩১ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ের পতাকা বৈঠকের পর ভারতে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩১ জন বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ। গতকাল শনিবার দুপুরের পর তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল নাজমুল

হাসান জানান, চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়ন এবং ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডারের মধ্যে সীমান্তের প্রধান খুঁটি ৭৬ এর কাছে শূন্যরেখায় আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী ৩১ জন বাংলাদেশি নাগরিককে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।

হস্তান্তরিতদের মধ্যে ১৬ জন পুরুষ, ১০ জন নারী, ৩ জন শিশু ও ২ জন তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তি রয়েছেন। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, তারা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সব প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর তাদের দর্শনা থানায় সোপর্দ করা হবে বলে জানিয়েছেন লে. কর্নেল নাজমুল হাসান।

গাংনীতে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের গাংনীর দুই সীমান্ত দিয়ে ভারতে আটক ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্যসহ ৬০ জন নারী-পুরুষকে বাংলাদেশে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

আজ শনিবার সকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও কাথুলী সীমান্ত দিয়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

সকাল ১০টার দিকে কাজিপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক পিলার ১৪৭ মেইন পিলারের নিকট শহীদ স্মরণী অংশে প্রথম দফায় ৩০ জনকে হস্তান্তর করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার ৪৭ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সদস্যরা।

বাংলাদেশের পক্ষে কাজিপুর কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার শাহাবুদ্দিন এবং ভারতের পক্ষে ১১ গান্দিনা বিএসএফ ব্যাটালিয়নের কোম্পানি কমান্ডার এবিসন ফ্রান্সিস উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে

এ হস্তান্তর সম্পন্ন করেন।

এরপর বেলা ১২টার দিকে একই উপজেলার কাথুলী সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১৩৩/৩ এসের নিকটে দ্বিতীয় দফায় আরও ৩০ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করা হয়।

ভারতের তেইমপুর বিএসএফ ক্যাম্পের কোম্পানি কমান্ডার অনোজ কুমার পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের কাথুলী কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার মিজানুর রহমানের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করেন।

বিজিবি সূত্র জানায়, ফেরত আসা ব্যক্তিদের বাড়ি মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ ও মাগুরা জেলার বিভিন্ন এলাকায়। তারা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মুম্বাই, দিল্লি ও আসাম রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। সম্প্রতি তারা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশের হাতে আটক হন এবং পরে বিএসএফের হেফাজতে দেওয়া হয়।

বিজিবি জানান, ফেরত আসা সবাইকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পরিবারের জিম্মায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে সীমান্তে টহল ও নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল বলেন, বিএসএফ ৬০ জন বাংলাদেশিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, তাদের মধ্যে ৬ জন তৃতীয় লিঙ্গের সদস্য। তারা বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিল।পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে, আইনানুগ প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীর রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদে ভাঙচুর ও লুটপাট, প্যানেল চেয়ারম্যান লাঞ্ছিত

মেহেরপুরের গাংনীর রায়পুর ইউপি কমপ্লেক্সে ভাঙচুর ও লুটপাট চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (২৩

অক্টোবর) দুপুরে মহিলা ইউপি সদস্য নারগিছ আক্তারের নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত ভাঙচুর চালিয়ে ৩৬ বস্তা চাল লুট করেছেন বলে অভিযোগ করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে দুটি বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধার করেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এ ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে তাৎক্ষণিক মানববন্ধন করেছেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলামের অনুসারীরা।

প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম জানান, তিনি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের গুদামে চাল রেখে ভিডব্লিউডির চাল বিতরণ করছিলেন। এসময় মহিলা সদস্য নারগিছ তার স্বামীসহ দুর্বৃত্তদের নিয়ে ইউপি কমপ্লেক্সে এসে হঠাৎ হামলা চালান। তারা আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন এবং ৩৬ বস্তা চাল লুট করেন। এছাড়াও জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন খাতা নিয়ে যান। এসময় তাদের হাতে লাঞ্ছিত হন তিনি।

সারগিদুল ইসলাম আরও বলেন, আমার ইউনিয়নের গোপালনগরে বালু উত্তোলন হচ্ছিল। ইউএনও সাহেবের নির্দেশে আমি সেখানে গিয়ে বালু উত্তোলন বন্ধ করতে বলি। এজন্যই এই সন্ত্রাসীরা আমার ওপর চড়াও হয়ে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করেছে।

সংবাদ পেয়ে প্যানেল চেয়ারম্যানের পক্ষের লোকজন উপস্থিত হয়ে মহিলা সদস্যের শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেন। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন প্যানেল চেয়ারম্যান সারগিদুল ইসলাম, বাথানপাড়া গ্রামের রকিবুল ও হাড়িয়াদহ গ্রামের সাহাবুল। বক্তারা জানান, নারগিছ সদস্য ও তার লোকজন অনৈতিক সুবিধা নেওয়া এবং ইউপির ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছেন। তিনি তার লোকজনসহ আগ্নেয়াস্ত্র ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে হামলা চালিয়ে চাল লুট ও ভাঙচুর করেছেন। এর সুষ্ঠু বিচার না হলে পরবর্তীতে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে বলেও জানান বক্তারা।

এদিকে ঘটনাটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন মহিলা ইউপি সদস্য নারগিছ আক্তার। তিনি জানান, তার ওয়ার্ডের কয়েকজনের চালের কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাদের চাল দেওয়া হয়নি। এ বিষয়টি জানতে সেখানে যান তারা। এসময় সারগিদুল ও তার লোকজন তাদের ওপর হামলার প্রস্তুতি নেয়। প্রাণ বাঁচাতে ইউপি কমপ্লেক্স থেকে পালিয়ে আসেন তারা।

গাংনী থানার ওসি বাণী ইসরাইল জানান, ইউপি কমপ্লেক্সে ভাঙচুরের

সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তদন্ত করা হয়েছে। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বোমাসদৃশ বস্তু উদ্ধারের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, ঘটনাটি দুঃখজনক। আমি বিস্তারিত শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্যানেল চেয়ারম্যানকে বলা হয়েছে।